যুগান্তর

তারিখ 3 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট

অথচ শিক্ষার্থীদের চাপ ও রাজনৈতিক বিবেচনায় কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্সে নতুন নতুন বিষয় খোলা হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজধানীসহ সারাদেশে মোট ২৬৯টি সরকারি কলেজ ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকটের বিষয়টি সুবিদিত। সমমানের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪টি আলিয়া মাদ্রাসা, ১৬টি সরকারি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ [illegible] শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রয়েছে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষকের পদ শূন্য। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি রাজধানীর অনেক নামিদামি কলেজেও পর্যাপ্ত শিক্ষক তো দূরের কথা, বিশেষায়িত শিক্ষক পর্যন্ত নেই। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিত্যনতুন বিভাগ খোলাসহ ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলছেই। চলছে অনার্স-মাস্টার্সে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ। ফলে শিক্ষার মান কোথায় নেমে যাচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ধরা হয়েছে ৩০:১। অর্থাৎ ৩০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক। সেক্ষেত্রে রাজধানীর ১১টি সরকারি কলেজে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ১৬৬:১। কোন কোন কলেজে এ বৈষম্য আরও বেশি। সেক্ষেত্রে রাজধানীর বাইরের কলেজগুলোর অবস্থা যে আরও করুণ, তা বলাই বাহুল্য।

সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকটের মূলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এককভাবে দায়ী নয়। মূলত শিক্ষা ক্যাডারে গেজেটেড পদে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। বিভিন্ন সময় দুর্নীতি-অনিয়ম-দলীয় বিবেচনা ও অব্যবস্থাপনার কারণে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। ৩০তম বিসিএসের কারণে শিক্ষকদের কিছু পদ পূরণ হলেও ৩১ ও ৩২তম বিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে আছে। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কম করেও ২-৩ বছর লেগে যায়। ফলে গত তিন বছরে কমপক্ষে ১১শ' পদ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে অনেক শিক্ষক পেছেন অবসরে। অনেকের পদোন্নতি হয়েছে। অনেক বিষয়ে যেমন ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন জটিল বিষয়ে শিক্ষক প্রায় নেই-ই। অথচ শিক্ষার্থীদের চাপ ও রাজনৈতিক বিবেচনায় কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্সে নতুন নতুন বিষয় খোলা হচ্ছে। অথচ শিক্ষক নেই। ফলে কলেজগুলোতে পাঠদান চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, নিতান্তই দায়সারাভাবে। কোথাওবা লেখাপড়াই হচ্ছে না। অনেক শিক্ষক নিয়মবহির্ভূতভাবে বছরের পর বছর ঢাকায় অবস্থান করেন বিধায় শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে নানাভাবে। অনেক কলেজে বাইরে থেকে ভাড়া করে খণ্ডকালীন শিক্ষক এনে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থার মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দশাও সুবিদিত। নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়টির আয়ত্তাতীত। এটিও নানা অনিয়ম-অব্যবস্থা-দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মতে, দেশে বর্তমানে প্রায় ৮ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ সংকটাপন্ন অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বউদ্যোগে পিএসসির মাধ্যমে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য একটি বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। এতে একদিকে যেমন বেকারত্ব কিছুটা হলেও ঘুচবে, অন্যদিকে কলেজগুলোতে লাঘব হবে শিক্ষক সংকট। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ইংরেজি, গণিতসহ বিজ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোতে জোর দিতে হবে। তা না হলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় কাটবে না কিছুতেই।